কুষ্টিয়ায় যারা হচ্ছেন জাপা প্রার্থী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করেছে জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি (জাপা)।

গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু।

এরমধ্যে কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি নাফিজ আহমেদ খান টিটুকে কুষ্টিয়া-৩ (সদর), সাধারন সম্পাদক শাহরিয়ার জামিল জুয়েলকে কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর), কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর- ভেড়ামারা) শহীদুল ইসলাম ফারুকী,ও কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী) মোঃ আয়ান উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

গত রবিবার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ২৯৮ আসনে মনোনয়নপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করলেও কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনটিতে কাউকে মনোনীত করেনি। বর্তমানে এখানের সংসদ সদস্য জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) থেকে তিনবার বিজয়ী হাসানুল হক ইনু।

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটভুক্ত হয়ে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম বারের মতো জাসদ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন হাসানুল হক ইনু। এরপর আরও দুবার বিজয়ী হন তিনি। অনেকের ধারণা, এই আসনে ফের লড়বেন ইনু। সেই আসনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন জাপার শহীদুল ইসলাম ফারুকী।

নির্বাচনকে ঘিরে গত ২০ নভেম্বর থেকে দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করে জাতীয় পার্টি। প্রথমে মনোনয়নপত্র বিক্রির শেষে সময় ২৪ নভেম্বর বলা হলেও পরে ফের সময় বাড়িয়ে মনোনয়নপত্র বিক্রি করে তারা। এরপর বিভাগ অনুযায়ী মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। জানা গেছে, জাতীয় পার্টি মোট এক হাজার ৭৫২ জন জাতীয় পার্টি থেকে মনোনয়ন ফরম কিনেছেন।

কুষ্টিয়ায় নৌকার বিপক্ষে সাবেক দুই এমপি, হানিফের বিপক্ষে মেয়র পুত্র

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে নৌকার বিপক্ষে লড়বেন সাবেক দুই এমপি কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রেজাউল হক চৌধুরী ও কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রউফ।

তারা দুজনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এবং স্থানীয় নির্বাচন অফিস থেকে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেছেন।

রেজাউল হক চৌধুরী ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আফাজ উদ্দিন আহমদকে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি দৌলতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি।

আবদুর রউফ কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসন থেকে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। আবদুর রউফ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার বাঁশগ্রাম গ্রামের বাসিন্দা।

তফসিল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে কুষ্টিয়ার ৪টি সংসদীয় আসন থেকে ৪১ জন মনোনয়ন ফরম কিনেছিলেন।

তাদের মধ্যে বর্তমান সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ, সেলিম আলতাফ জর্জ, আকাম সরওয়ার জাহান বাদশাহকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তবে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি।

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব-উল আলম হানিফ, কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে সংসদ সদস্য ও দৌলতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আ কা ম সরওয়ার জাহান বাদশাহ, কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য ও যুবলীগের

প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ মনোনয়ন পেয়েছেন।

এদিকে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মাহাবুব-উল আলম হানিফের আসনটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও পাঁচবারের পৌর মেয়র আনোয়ার আলীর ছেলে পারভেজ আনোয়ার তনু।

গতকাল সোমবার বিকেলে নিজের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার মো. সহিদুর রহমানের কাছ থেকে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

হানিফ ছাড়া এ আসন থেকে মনোনয়নপত্র তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার খাদ্য প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ডা. এ এফ এম আমিনুল হক রতন, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আনজুমান লাইলা বানু এবং ইউকে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মাহাতাবুল হক জয়।

তবে দলীয় নেতা-কর্মীরা কুষ্টিয়া-৩ আসনে হানিফের বিকল্প কাউকে ভাবছিলেন না। কারণ গত ১০ বছরে কুষ্টিয়া সদর আসনে যে উন্নয়ন হয়েছে, তাতে মাহবুব-উল আলম হানিফের প্রতি দলমত-নির্বিশেষে সবাই আস্থা রেখেছেন। এবার তৃতীয়বারের মতো সদর আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি।

কুষ্টিয়া-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রউফ বলেন, আমি কুমারখালী-খোকসা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। সংসদ সদস্য হিসেবে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। আমি দলীয় মনোনয়ন পায়নি। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আসন্ন নির্বাচনে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবো। কুমারখালী-খোকসার মানুষ আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের জয় হবে ইনশাআল্লাহ।

কুষ্টিয়া-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রেজাউল হক চৌধুরী বলেন, আমি দলীয় মনোনয়ন পায়নি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবো। আমি এই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। দৌলতপুরের অনেক উন্নয়ন আমার সময়ে হয়েছে। দৌলতপুরে মানুষ আমার সঙ্গে আছেন।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দীন

খান বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকার জয় হবে। দল যাকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে তার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেতাকর্মীরা কাজ করবে। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিষয়ের আমি কিছু বলতে চাই না।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী বলেন, ‘নৌকাকে জেতানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাই এর বাইরে আমরা কিছু ভাবছি না।’

একাধিক আওয়ামী লীগের নেতা জানিয়েছেন, এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-১ ও কুষ্টিয়া-৪ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য রউফ ও রেজাউল নৌকার বিপক্ষে নির্বাচন করবেন। এক্ষেত্রে দলও খুব একটা কঠোর হবে না। কারণ, বিএনপি ভোটে আসবে না, এটি ধরে নিয়েই ক্ষমতাসীনেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন দেখাতে চাইছেন। যাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ জিততে না পারেন।

আওয়ামী লীগের লক্ষ্য নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তোলা, ভোট উৎসবমুখর করা ও কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করে তুলতে একাধিক বিকল্পের একটি হলো মাঠে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাখা।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ৩০ নভেম্বর।

কুষ্টিয়ায় আ’লীগের মনোনয়ন পেলেন যারা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন

পেয়েছেন আ’লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ। তিনি কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসন থেকে এই মনোনয়ন পান।

অপরপ্রার্থীরা হলেন: কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর, সংসদীয় আসন-৭৫) আ.ক.ম সরোয়ার জাহান বাদশা এবং কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা, সংসদীয় আসন-৭৮) ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ।

আজ রোববার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

অঘোষিত কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর, সংসদীয় আসন-৭৬) আসনে ইতিপূর্বে সংসদ সদস্য ছিলেন ১৪ দলীয় জোটের শরিক দল জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু।

২০১৪ সালের ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৩ আসন থেকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে প্রথম বারের মত জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন মাহবুবউল আলম হানিফ। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই আসন থেকে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি।

তিনি আওয়ামী লীগের ২১তম কাউন্সিলের মাধ্যমে পুনঃ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন, এবং বর্তমানে এই দায়িত্ব পালন করছেন।

মাহবুবউল আলম হানিফ প্রাথমিক জীবনে ভেড়ামারা থানা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন, এরপর কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক এবং সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।
কুষ্টিয়া-২ আসনের প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানা যায়।

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ইতিপূর্বে সংসদ সদস্য ছিলেন ১৪ দলীয় জোটের শরিক দল জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু। এছাড়াও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডা. ইফতেখার মাহমুদ, মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিনসহ ৪ জন।

এদিকে নৌকা মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর থেকে কুষ্টিয়া জেলা জুড়ে আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করেছে। মনোনয়ন পাওয়ার পর প্রার্থীদের পক্ষে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সমর্থকরা মোটর সাইকেল র্যালি ও আনন্দ মিছিল করেছেন।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী, নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ৩০ নভেম্বর। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হবে ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর, মনোনয়ন আপিল ও নিষ্পত্তি ৬ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর। প্রতীক বরাদ্দ হবে ১৮ ডিসেম্বর। ৭ জানুয়ারী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বিএনপি-জামায়াত এখনও নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে: ইনু

বিএনপি-জামায়াত এখনও নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন জাসদ সভাপতি, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি।

তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত এখনও নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে, তাই বাংলাদেশে রাজনীতি এখনও নিরাপদ নয়। সেই কারণে এখনও জোটের দরকার আছে। আমরা এখন পর্যন্ত জোটবদ্ধভাবে খুব শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে নির্বাচনের মাঠে আছি।

তিনি বলেন, প্রতিপক্ষ জোট থাকুন আর না থাকুক, বিএনপি নির্বাচনে আসুক বা না আসুক, ১৪ দল জোটবদ্ধভাবেই নির্বাচন করবে। ওবায়দুল কাদের কি বলেছেন, সেটা তিনিই ভালো জানেন। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, ১৪ দল জোটবদ্ধভাবেই নির্বাচন করবে। এছাড়াও ওই চিঠিতে বলা আছে, প্রয়োজন হলে আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকা শরিকদলের প্রার্থীরা ব্যবহার করতে পারবে।

আজ রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুরে সহকারী রিটার্নিং অফিসার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জহুরুল ইসলামের কাছে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইনু এসব কথা

বলেন।

এর আগে হাসানুল হক ইনু তার নির্বাচনী এলাকার ভেড়ামারা উপজেলায় সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার আকাশ কুমার কুন্ডুর কাছেও মনোনয়নপত্র জমা দেন। এসময় দুই উপজেলাতেই স্থানীয় জাসদের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া চেম্বার সভাপতিকে ট্রাক মালিক গ্রুপের সংবর্ধনা

তৃণমূল পর্যায়ের ব্যবসায়ীসহ ট্রাক মালিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে বলে জানিয়েছেন দি কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু জাফর মোল্লা।

গতকাল সন্ধ্যায় জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের কার্যালয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সমিতির নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

ট্রাক মালিক গ্রুপের পাশে আছি এবং থাকবো উল্লেখ করে চেম্বার সভাপতি বলেন, দি কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি একটি গণমুখী চেম্বার। ব্যবসায়ীদের ন্যায্য দাবি আদায়ে চেম্বার সচেষ্ট। এক্ষেত্রে সর্বস্তরের ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংকট, সমস্যা ও স্বার্থ রক্ষায় চেম্বার সর্বাত্মক সহায়তায় এগিয়ে আসবে। পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের দোরগোড়ায় গিয়ে তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবে। এছাড়া ট্রাক মালিকদের নানামুখী সমস্যা ও সমাধানের জন্য সর্বোচ্চ কাজ করবে এই কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি।

কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সভাপতি হাজী মো: আব্দুর

রশিদের সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক নরেন্দ্র নাথ সাহার পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব সিরাজুল হক, মো: আখতারুজ্জামান, আলহাজ্ব এম এ মালেক, মো: আশরাফ উদ্দিন নজু, সহ-সাধারণ সম্পাদক গণেশ জোয়ার্দ্দার, সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম সিদ্দিকুর রহমান (হেলাল), কোষাধ্যক্ষ স্বপন কুমার সাহা, দপ্তর সম্পাদক আসাদুর রহমান (লোটন), প্রচার সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, নির্বাহী সদস্য এ.এন,এম আ: হাই তপো, মো: মাসুদুজ্জামান, মো: খাদেমুল ইসলাম, হাজী মো: আরশাদ আলী, হাজী মো: জমশের আলী, মতিউর রহমান, রাজু আহমেদ, রেজাউল করিম, তারাদাস ভৌমিক, মো: আইনুর রহমান িটেটা, এমএ খালেক ও মো; রুহুল আমিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

পরে দি কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু জাফর মোল্লার হাতে সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট তুলে দেন কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের নেতৃবৃন্দ।

কুষ্টিয়ায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ

কুষ্টিয়ায় মেধা’র ব্যবস্থাপনায় অসহায় শারীরিক দুই প্রতিবন্ধীর মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে মেধা’র কার্যালয়ে ডা: মেহনাজ নাসরীনের অর্থায়নে ও মেধা’র ব্যবস্থাপনায় দুই জন শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়।

মেধা’র নির্বাহী পরিষদের সদস্য সচিব শামীম আহমেদ, মেধা’র উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ড. মুহা. আব্দুল লতিফ. মেধা’র সহসভাপতি শাহনেওয়াজ আনসারী মনজু, নির্বাহী সদস্য আব্দুল মান্নান বিদ্যুত, মোসাদ্দেক আলী মনি, মনজুর রহমান মনু, ড. নবীনুর রহমান খান, মোকাররম হোসেন মোয়াজ্জেম, এহসান আনোয়ার বুলবুল উপস্থিত

ছিলেন।

মেধা’র নির্বাহী পরিষদের সদস্য সচিব শামীম আহমেদ বলেন, কুষ্টিয়ার মেধা একটি বাস্তবমুখি সামাজিক সংগঠন। এ সংগঠনের মাধ্যমে যে সব কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে তা জেলার শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভুমিকা রেখে যাচ্ছে। মেধার মাধ্যমে এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে উপকৃত হয়ে আসছে। পাশাপাশি সামাজিকভাবেও বেশ কিছু কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আজ দুই জন শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পাসপোর্ট করতে এসে গ্রেপ্তার রোহিঙ্গা যুবক

কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে মোঃ সবুজ নামে নামে এক রোহিঙ্গা যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তথ্য গোপন করে পাসপোর্ট করার চেষ্টার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বুধবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে তাকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

জানা যায়, কুষ্টিয়া পৌলসভার ১৬ নং ওয়ার্ড (ঢাকা ঝালুপাড়া) ঠিকানা ব্যবহার করে পাসপোর্ট করতে আসা মোঃ সবুজ নামে এক রোহিঙ্গাকে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত মোঃ সবুজ, তার পিতার নাম মোঃ খেদের আলী ও মাতা মরিয়ম বেগম লিখেছেন এবং সেইসাথে কুষ্টিয়ার পৌর ১৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবু জাহিদ সঞ্জুর সুপারিশক্রমে পৌরসভা থেকে নাগরিক সনদ প্রদান হয়।

কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন বলেন, বুধবার সোয়া ১টার দিকে সবুজ আবেদন পত্র জমা দেন। আবেদনপত্রের সঙ্গে নিজের ভোটার আইডি কার্ড, নাগরিক সনদ দাখিল করেন। পরে পাসপোর্ট অফিসের কর্মকতা হাসান আলীর আবেদনকারীকে

সন্দেহ হয়। এরপরই তদন্তের মাধ্যমে সনাক্ত করে তাত্ক্ষণিক রোহিঙ্গা ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কুষ্টিয়ায় অসুস্থ শহর শ্রমিক লীগের সভাপতি পাশে জেলা শ্রমিক লীগের নেতারা

অসুস্থ হয়ে নিজ বাড়ীতে চিকিৎসাধীন কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের সভাপতি দেওয়ান মাসুদুর রহমান স্বপনকে দেখতে গেছেন জাতীয় শ্রমিকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আমজাদ আলী খান।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের জিকে এলাকার বাসায় শ্রমিকলীগের নেতারা এই নেতার শরীরের অবস্থা এবং চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। তারা অসুস্থ এই নেতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দেওয়ান মাসুদুর রহমান স্বপন বেশ কিছুদিন ধরে শারীরীক জটিলতাসহ বিভিন্ন রোগে শোকে ভুগছিলেন।

এসময় মহিলা শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মেহেরুন্নেসা বিউটি, জেলা শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক বাদশা আলমগীর, সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল হাসান মিন্টু, জেলা শ্রমিক লীগের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও শহর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন, সহ ক্রিড়া সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, জেলা যুব শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রিপন, সহ-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক খামিনি আহমেদ, নির্বাহী সদস্য আসাদুল হক সহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শ্রমিকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ও কুষ্টিয়া

জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আমজাদ আলী খান বলেন, তাঁর সুস্থতার জন্য কুষ্টিয়াবাসীর সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন। যাতে করে আল্লাহ তাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন।

কুষ্টিয়া সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে অবৈধ সমিতির নামে চাঁদা আদায়

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আব্দালপুর গ্রামের শারিনা খাতুন ২৫ অক্টোবর একটি দলিল সম্পাদন করতে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে যান। ৫ লাখ টাকার দলিল করতে তাঁর কাছ থেকে সাড়ে ৪৮ হাজার টাকা নেওয়া হয়। এর মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা পড়েছে ৩৮ হাজার টাকা। বাকি টাকা দলিল লেখক সমিতি নিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গত ২৫ ও ২৬ অক্টোবর সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে প্রায় ৫ ঘণ্টা অবস্থান করে শহরের চৌড়হাস এলাকার আলফাজ উদ্দিন, ইউসুফ আলীসহ ১০ জন ক্রেতার সঙ্গে কথা হয়। প্রত্যেককেই দলির সম্পাদন করতে সরকার নির্ধারিত টাকার বাইরে ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা নিবন্ধনহীন সমিতিকে দিতে হয়েছে।

কুষ্টিয়া এনএস রোডে অবস্থিত সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে সদর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন ছাড়াও পৌর এলাকার জমি কেনাবেচার দলিল সম্পাদন হয়। অফিসের হিসাব অনুযায়ী সপ্তাহের তিন দিন মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার গড়ে ৩৫০ থেকে ৪০০ দলিল সম্পাদন হয়। প্রতি মাসে সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজার ৩০০ থেকে ৪০০।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংশ্লিষ্ট কয়েকজন জানান, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ১ লাখ টাকার দলিল হলে ক্রেতাকে কোষাগারে জমা দিতে হয় শহরের জন্য ১১ হাজার ও ইউনিয়নের জন্য সাড়ে ৭ হাজার টাকা। এ টাকার ব্যাংক রিসিট দেওয়া হয়। এ হিসাবের বাইরে দলিল লেখক সমিতিকে দিতে হয় প্রথম এক লাখের জন্য সাড়ে ৩ হাজার ও পরবর্তী প্রতি লাখে ১ হাজার টাকা। এ ছাড়া সমিতির মাধ্যমে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসকে সাড়ে

৩ হাজার টাকা দিতে হয়। এই সাড়ে ৩ হাজারের মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রার ১ হাজার, জেলা রেজিস্ট্রার ৫০০ ও অফিস সহকারী নেন ৫০০ টাকা। অফিসের অন্য সব স্টাফ মিলে নেন ১ হাজার টাকা ও বাকি ৫০০ টাকা দিতে হয় সমিতিকে।

সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে দলিল সম্পাদন করতে আসা সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে সমিতির মাধ্যেম এভাবেই দিনের পর দিন প্রকাশ্যে কোটি কোটি টাকা চাঁদা তোলা হচ্ছে। ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছেন কয়েকজন দলিল লেখক, ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা। বিষয়টি নিয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পান না। সাধারণ দলিল লেখকদের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও তারা ভয়ে কিছু বলতে পারেন না।

এ বিষয়ে প্রথমে সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের অফিস সহকারী রফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি সাড়ে তিন বছর এ অফিসে কাজ করলেও অবৈধ সমিতির নামে চাঁদা আদায়ের বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেন। প্রমাণ দিলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলতে বলেন। পরে সদর সাব-রেজিস্ট্রার কাওসার আলীর সঙ্গে কথা হলে তিনিও চাঁদার ভাগ নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তবে কেউ লিখিত অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান এ কর্মকর্তা। একইভাবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা রেজিস্ট্রার সৈয়দা রওশন আরা।

কয়েকজন দলিল লেখক জানান, সদর সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দলিল লেখকদের একটি সমিতি আছে। এর সভাপতি ওয়াহেদুজ্জামান লাইজু, সাধারণ সম্পাদক পৌর কাউন্সিলর সোহেল রানা আশা ও ক্যাশিয়ার আমিরুল ইসলাম। মাত্র তিন সদস্যের নিবন্ধনহীন এ সমিতি তিন-চার বছর ধরে চাঁদাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে। সমিতির বার্ষিক কোনো সভা ও এজিএমও হয় না। সা রাদিন কত দলিল হয় তার হিসাব সন্ধ্যায় করা হয়। সেই হিসাব অনুযায়ী রাতে দলিল লেখকদের কাছ থেকে টাকা বুঝে নেন নেতারা। এভাবে প্রতি মাসে সমিতির নেতাদের পকেটে যাচ্ছে কমপক্ষে কয়েক কোটি টাকা। এ টাকার বড় একটি অংশ পান কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী নেতাসহ কয়েকজন। বাকি টাকা সমিতির তিন নেতা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন। খুব সামান্য পরিমাণ টাকা ১৫০ থেকে ১৭৫ জন যে দলিল লেখক আছেন তাদের দেওয়া হয়।

দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা আশা বলেন, খরচ বাবদ ক্রেতাদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা নেওয়া হয়। সমিতির কার্যক্রমের বিষয়ে তাঁর ভাষ্য, সাধারণ সভা বা নির্বাচন হয় না। সারাদেশে সমিতি এভাবেই চলছে। কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় করে তারা কাজ করেন।

কুষ্টিয়ায় হাতুড়ি পিটিয়ে ভাঙা হলো বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নির্দেশে হাতুড়ি পিটিয়ে ভাঙা হলো বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল। জেলা পরিষদের নির্মাণাধীন বহুতল ভবনবিশিষ্ট শপিং কমপ্লেক্স চত্বরে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি নির্মিত দৃষ্টিনন্দন ম্যুরালটি ভেঙে চুর্ন-বিচুর্ন করার পর তা অপসারণ করা হয়। এতে খোদ দলীয় নেতা-কর্মীসহ শহরবাসীর মধ্যে দারুণ ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, শহরের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত থানপাড়া এলাকায় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের পুরাতন অফিস ভবন অপসারণ করে ঐ স্থানে ২০১৮ সালে তৎকালীন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম ১৪তলা ভবনবিশিষ্ট আধুনিক শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যে প্রকল্পটির প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এ ছাড়া নির্মাণাধীন শপিং কমপ্লেক্সের পূর্বদিকের উন্মুক্ত স্থানে নির্মাণ করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ম্যুরাল। কিন্তু পরবর্তীতে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ বর্তমান চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খান বহুতল ঐ ভবনের পূর্বপাশসহ নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালের পেছন দিকে নকশাবহির্ভূত ৬/৭টি একতলা দোকান-ঘর নির্মাণ করে তা বরাদ্ধ দেন। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সাধনে নকশাবহির্ভূত ঐ দোকানগুলোর সামনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল থাকায় যাতায়াতের পথটি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্দেশে নিয়োজিত শ্রমিকরা গত তিন দিন যাবৎ বড় হাতুড়ি পিটিয়ে ম্যুরালটি পুরোপুরি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। অবশ্য ঐ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আত্মরক্ষার জন্য নির্মাণাধীন বহুতল শপিং কমপ্লেক্স ভবনের সামনের দেওয়ালে বঙ্গবুন্ধুর একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। এতে শহরবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

ক্ষোভ প্রকাশ করে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সোহেল রানা জানান,

জাতির পিতা বঙ্গুবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আমাদের দেশ স্বাধীন করেছেন। তার ম্যুরাল ভাঙার ঘটনাটি বড় অন্যায় ও খুবই দুঃখজনক।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়ে বলেন, সামান্য অর্থের লোভে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে বর্তমান চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খান বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিন্দন ম্যুরাল ভেঙে চরম অপরাধ করেছেন। ধৃষ্টতাপূর্ণ এই অপরাধের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপসহ বিচার প্রার্থনা করেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খানের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও পাওয়া সম্ভব হয়নি।

তবে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জয়নুল আবেদিন সত্যতা স্বীকার করে জানান, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবগত নই। তবে সৌন্দর্যবর্ধনে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালটি ভাঙা হয়েছে বলে তিনি জানান।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা জানান, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল অপসারণ কিংবা স্থাপনের ক্ষেত্রে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের অনুমতি বাধ্যতামূলক। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, গত ২০১৯ সালে বঙ্গবন্ধুর এই ম্যুরালটি প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়।